রাধারাণী পিক্‌চার্সের

প্রযোজনা

কার্তিক বর্মন

রাধারাণী পিক্‌চার্সের

তৃতীয় নিবেদন

আশাপূর্ণা দেবীর

বালুচরী

চিত্রনাট্য, সংলাপ ও

পরিচালনা

অজিত গাঙ্গুলী

সুর

রাজেন সরকার

পরিবেশনা

নর্মদা চিত্র

চিত্রশিল্পী—বিজয় ঘোষ শব্দযন্ত্রী—অনিল দাসগুপ্ত, সোমেন চ্যাটার্জ্জি

প্রধান সম্পাদক—বৈদ্যনাথ চ্যাটার্জ্জি সম্পাদক—রবীন সেন।

শিল্পনির্দ্দেশনা—সুনীল সরকার প্রচার পরিচালনা—ধীরেন মল্লিক।

ব্যবস্থাপনা—প্রেমনাথ ব্যানার্জ্জি গীতরচনা—পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়।

সঙ্গীত গ্রহণ ও পুনঃ শব্দ যোজনা—সত্যেন চট্টোপাধ্যায়।

রূপসজ্জায়—অনাথ মুখার্জ্জি, গৌর দাস, চণ্ডী সাহা।

পটশিল্পে—কবি দাসগুপ্ত

পরিচয় লিখন—দিগেন স্টুডিও। স্থির চিত্র—ক্যাপস্।

কণ্ঠসঙ্গীতে—**হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, শ্যামল মিত্র,**
সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়।

—সহকারীগণ—

পরিচালনা—সন্দীপ চট্টোপাধ্যায়, বরেন চট্টোপাধ্যায়।

সঙ্গীত পরিচালনা—শৈলেশ রায়, রীতেন সরকার।

চিত্রশিল্পী—পঙ্কজ দাস, শান্তি গুহ, মৃণ্ময় রায় ও বাউরীবন্ধু।

শব্দযন্ত্রী—বাবাজী, শ্যামল, কালী ও মহাদেব।

শিল্পনির্দ্দেশনা—গোপী সেন। পটশিল্পী—প্রবোধ ভট্টাচার্য্য।

ব্যবস্থাপনা—হরি ভট্টাচার্য্য। সাজসজ্জায়—কানাই দাস।

সঙ্গীত গ্রহণ ও পুনঃ শব্দ যোজনা—বলরাম বারুই, প্রভাত বর্মন।

আলোক নিয়ন্ত্রণ—প্রভাস ভট্টাচার্য্য, ভবরঞ্জন দাস, সুভাষ ঘোষ, তারাপদ মান্না, রামদাস, রামবিলাস, কাশী ও সুনীল।

দৃশ্যপট নির্ম্মাণ—ছেদীলাল শর্মা, বরজু মহান্তি, চিরঞ্জীব শর্মা, দ্বিজবর, বেণু, রাজারাম, সমপৎ, তামেশ্বর, হরিপদ, চেমা ও দিবাকর।

★

—রূপায়ণে—

সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, অনিল চট্টোপাধ্যায়, অনুপকুমার, পাহাড়ী সান্যাল, অজয় গাঙ্গুলী, প্রসাদ মুখার্জি, জহর রায়, লিলি চক্রবর্তী, জ্যোৎস্না বিশ্বাস, মলিনা দেবী, রেণুকা রায়, দীপিকা দাস, গীতা দে, গঙ্গাপদ বসু, নৃপতি চ্যাটার্জ্জি, মিণ্টু চক্রবর্ত্তী, মৃণাল মুখার্জ্জি, অমিয়কান্তি, ধীরাজ দাস, শৈলেন গাঙ্গুলী, সন্দীপ চ্যাটার্জ্জি, অর্দ্ধেন্দু ভট্টাচার্য্য, বরেন চ্যাটার্জ্জি, মীতা মুখার্জ্জি, প্রিয়া চ্যাটার্জ্জি, উষাদেবী, জয়ন্তী দাস, স্বপ্না ভট্টাচার্য্য, নিমাই দত্ত, মিহির পাল, অশোক মুখার্জ্জি, অনিন্দ্য ঘোষ, কৃষ্ণ ব্যানার্জ্জি, নিতাই, বিমল, শীতল, রবীন, দেবু, জিতেন, হরি, কানাই, বুচান ঘোষ, মাঃ মণ্টু হালদার ও আরও অনেকে।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার—মুখরোচক (টালীগঞ্জ), হরটিকাল্‌চার (আলীপুর)

টেকনিসিয়ান্স স্টুডিওতে গৃহীত ও ফিল্ম সার্ভিসেস ল্যাবরেটরীজে পরিস্ফুটিত।

★

একটি মাতৃহীন শিশু আর গোটা দুই মাতৃহীন বালক বালিকা। এক মানসিক ব্যাধিগ্রস্থ প্রৌঢ় এবং দুরন্ত আর্থিক অনটন এই ক্লেদাক্ত সংসারের ভার মন্দিরার মত একটি একুশ বাইশ বছর বয়সের মেয়ের পক্ষে কি যথেষ্টরও অতিরিক্ত নয়!

তবু আত্মহত্যা করেনি মন্দিরা। এই ভরা জাহাজটাকে ডাঙ্গায় টেনে তোলবার সাধনায় মগ্ন হয়ে প্রাণপণ সংগ্রাম করে চলেছে। মন্দিরার জীবনের ছবিটা তাই হিজিবিজি বাঁকাচোরা জটিল অন্ধকার নয় শুধু একটা ধূসর একরঙ্গা। এই ধূসরতার অন্তরালে আরো ধূসর আবছা অভিজিৎ। যে তাকে বারবার কাছে ডেকে ব্যর্থ হয়েছে—ব্যর্থ হচ্ছে।

নিরুপায় মন্দিরা অন্তরে ডুকরে মরে তবু সাড়া দিতে পারেনা।

অসহায় ভাই বোন আর পঙ্গু পিতার মুখের দিকে চেয়ে তাকে শক্ত হতেই হয়। নিজে কথা ভাববার সময় কোথায় তার। মায়ের ছড়িয়ে ফেলা সংসারটাকে গুছিয়ে দিয়ে তবে তো তার ছুটির প্রশ্ন।

তাই সদ্য এম, বি, বি, এস পাশ করা ডাক্তার অভিজিৎ ঘনঘন দীর্ঘশ্বাস ফেলে আর বলে, সে অপেক্ষা করবে, শুনে অতি দুঃখেও হাসে মন্দিরা।

দ্বিতীয় দৃশ্যে দেখা যায় মন্দিরার চেহারা আরো বদলে গেছে। পঙ্গু পিতা জ্যেষ্ঠাকন্যার এই কৃচ্ছসাধন সহ্য করতে না পেরে সংসার থেকে চিরদিনের জন্যে পালিয়ে গেছেন।

চাকরী ছেড়ে দিয়ে মন্দিরা বাড়ীর নিচের তলায় বাচ্ছাদের জন্য একটা স্কুল খুলেছে। নাম দিয়েছে 'কমলকলি পাঠশালা'।

এই কমলকলি পাঠশালাকে কেন্দ্র করেই মন্দিরার জীবন এগিয়ে চলে। আর অভিজিৎ ভাবে দেখাই যাক না দিনগুলোকে যোগ করে অঙ্ক কোথায় শেষ হয়।

দিন কেটে যায়, মাসকে পিছনে ফেলে এগিয়ে আসে বছর। এ বাড়ীতে আরও কত ঘটনা ঘটে, অঘটনও বাদ পড়ে না।

তবু হাল ছাড়েনা মন্দিরা। ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে গেলেও সৎপাত্রে দুই বোনের বিবাহ দেয়।

সর্ব্বস্ব দিয়ে মুক্তির উপায় খোঁজে। ছুটি চায় সে সংসারের কাছে।

কিন্তু···

১

আজো হৃদয় আমার পথ চেয়ে দিন গোণে,
আসবে কখন বন্ধু আমার এই শুধু ভাবি মনে।
জীবন পথের ক্লান্ত দিনের শেষে
কখন তুমি ডাক পাঠাবে,
সে কোন অচিন দেশে।
আহা কান পেতে মন সেই কথাটি শোনে।
স্বপ্ন দেখি তাই, যে গান আমি গাই,
রেখে দিলে তুমি তারে মরমের মনিহারে
অনেক বাধার অথৈ সাগর কূলে
থেমেও যদি বন্ধ খেয়া আবার গেলো খুলে
তবু তীরের মায়ার জাল কেন সে বোনে।

২

আমি তোমার কাছেই ফিরে আসব,
তোমায় আবার ভালবাসব,
তুমি কি ডাকবে মোরে চেনা সে নামটি ধরে।
জীবনের এই পথ আঁকাবাকা হয় হোক হোক না সে বন্ধুর
ঠিকানা লিখে যাক ওই দুটি কালো চোখ এই প্রিয় বন্ধুর।
তুমি দিলে সে কথা পাখী নিয়ে গায়,
আকাশের নীল স্বপ্নে আলো হয়ে যায়
পৃথিবীর যত সুখ যত কিছু ভালো তার,
সব নিয়ে চলে যাই
দুজনার দুটি মন চিরতরে একাকার
এই শুধু বলে যাই।

৩

আরও কিছু রাত তুমি জাগতে যদি,
দেখতে গো সব তারা জলছে
মিষ্টি কথা চাঁদ বলতে জানে তুমি শুনতে পেলে না।
একটু পরেই ঐ নদী কূলে কূলে জোয়ায় পেলো,
একটি সাগর জলরংয়ে ঐ ছবি রাঙ্গিয়ে গেলো।
তাই আমি জেগে জেগে একা একা দেখি তুমি
দেখতে এলে না।
মন থেকে অনুরাগ আনতে আনতে আনতে
পড়লে যে তুমি ঘুমিয়ে পারলে না কিছু জানতে,
একটু ছোঁয়ায় কোন আশা মনে মনে সত্যি হোত
একটু শোনায় কোন কথা লাগতো যে সোণার মত।
ভাবনার পথে পথে চুপি চুপি তুমি তারে জানতে গেলে না।

৪

হিসাব মিলাতে গিয়ে দেখি,
দেখি ভুল সবি ভুল সবি ওগো ভুল
এ খেলা শুধুই ফাঁকি
অতীতকে সমুখেতে রেখে আমি কি ছবি
চলেছি এঁকে
যত রং দিতে চাই দেখি সেতো নাই
কিছু নাই বাকি
গানের মেলায় বুঝিনি যে হায়
বুক ভাঙ্গা বাঁশী স্মৃতির ব্যথায় ভরে যায়
আকাশকে বলি মেঘে ঢাকো,
ওগো আলোর কবিতা রাখো
আমি ভুলে গেছি সুর আলো হতে দূর
আঁধারেই থাকি।

প্রস্তুতিমগ্ন!

প্রকৃতি

কাহিনী, চিত্রনাট্য ও
পরিচালনা
সলিল সেন
সংগীত
রাজেন সরকার

শ্রেষ্ঠাংশে
সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়
অনুপ • হরিধন
জহর রায় • সন্ধ্যারাণী

একমাত্র পরিবেশক—**নর্মদা চিত্র**

দি প্রিণ্ট ইণ্ডিয়া—৩।১, মোহনবাগান লেন, কলিকাতা—৪